জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 27th Nov. 1957 { ২৭শ সংখ্যা

৬ই অগ্রহায়ণ ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই ডিসেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৪৪৫ থাং ডিঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেঃ পদ্মকামিনী দেবী দাবি ৫৯৪ টাকা ৫৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ২১ শতকের কাত ৩৲ আঃ ৩০০৲ থঃ ৫৯৫

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

১৯৪ থাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দেঃ ননী নন্দন দাবি ৪৫ টাকা ৯৮ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৫ শতকের কাত ৬৶২ পোক্তা বাড়ী সহ জানালা কপাট আঃ ১০৲ থঃ ৩ ২ স্থিতিবান স্বত্ব

১৯৬ থাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ২৯ টাকা ৪৮ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে জেঠিয়া ৮৩ শতকের কাত ১৶১১ আঃ ১০৲ থঃ ১৬৮ ঐ স্বত্ব

১৯৭ থাং ডিঃ ঐ দেঃ এব্রাহিম সেখ দাবি ২১ টাকা ৪৮ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে চরকা ৬৮ শতকের কাত ৮৶০ আঃ ৫ থঃ ৮৬ ঐ স্বত্ব

১৯৫ থাং ডিঃ ঐ দেঃ এব্রাহিম হোসেন দাবি ২৬ টাকা ৭৬ নঃ পঃ মৌজাদ ঐ ১৯ শতকের কাত ৩৷৯ আঃ ৫৲ থঃ ৮৭ ঐ স্বত্ব

২১৬ থাং ডিঃ ঐ দেঃ এব্রাহিম হোসেন দিং দাবি ৩৫ টাকা ৮৯ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১.১ শতকের কাত ৬৷৷০ আঃ ১৫৲ থঃ ৮৮ ঐ স্বত্ব

২১৫ থাং ডিঃ ঐ দেঃ অতুলকৃষ্ণ রায় দিং দাবি ২৩৩ টাকা ২৩ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে দক্ষিণপাড়া ২৯৫ শতকের কাত ৯৫৮/১ মধ্যে পরতা মত জমা ৬৲ আঃ ৫০৲ থঃ ২২৯ মোকররী স্বত্ব

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

মিতা ও লক্ষ্মী

—০—

নাম দুইটি শুনিলে মনে হয়, মিতা মানে বন্ধু এবং পরিমিতা। লক্ষ্মী মানে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দুটি নাম পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ দিয়াছেন তাঁহাদের গোয়েন্দাগিরিতে নিয়োজিত দুটি কুকুরকে। মিতা ও লক্ষ্মী সম্প্রতি নদীয়া জেলায় এক ভয়াবহ ডাকাতির আসামী সনাক্ত করিয়া অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। নদীয়া জেলার হাঁসখালি থানার মদনা নামক গ্রামের পঞ্চানন বিশ্বাসের বাড়ী গত ২০শে নভেম্বর এই ডাকাতি হইয়াছিল।

সম্প্রতি কলিকাতা হইতে ঐ ডাকাতির অনুসন্ধানের জন্য কুকুর দুটিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ঘটনাস্থলে ডাকাতদের পরিত্যক্ত একখানি গামছার গন্ধ শুঁকিয়া "মিতা" ও "লক্ষ্মী" চাষ করা মাঠের মধ্য দিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী ছোট মুড়াগাছা নামক গ্রামে, গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে উহারা এক জঙ্গলের মধ্যে একখানি রক্ত-মাখা গায়ের কাপড় আবিষ্কার করে। তাহার পর কাপড়ের মালিককে তাড়া করিয়া ধরিয়া ফেলে।

মিতার আরও একটি অপরাধী ধরিবার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বনগাঁ মহকুমার এক গ্রামের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের কিনারা করায় মিতাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কুকুরের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিয়া ঘটনাস্থলে সেদিন প্রায় ৪০০ শত লোক সমবেত হইয়াছিল। বহু সংখ্যক পুলিশ কর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। মিতাকে প্রথমে হত্যাকারীর পরিত্যক্ত ছোরা এবং মৃতদেহের পার্শ্বে পতিত স্যাণ্ডেল ও চশমার ঘ্রাণ লইতে দেওয়া হয়, মিতা তৎক্ষণাৎ সমবেত জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তির উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং আঁচড়াইয়া তাহার জামা ও কাপড় প্রায় খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। পুলিশ এই ব্যক্তিকেই অপরাধী বলিয়া পূর্ব্ব হইতে সন্দেহ করিয়াছিল। এই ভাবে নদীয়া ও বনগাঁয়ে উপস্থিত জনগণকে গোয়েন্দা কুকুর দুটি চমৎকৃত ও চমকিত করিয়া দিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের অপরাধীগণ এই কুকুর দুটির বিনাশ কামনা করিলেও সমস্ত লোক ইহাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে।

বহু পুরাতন কথা—
সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং
ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ।
পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন
ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥

অর্থ:—

রাজা কর্ণদ্বারা দর্শন করেন অর্থাৎ দূত মুখে বা সাক্ষ্য প্রমাণ শ্রবণ করিয়া সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করেন। পণ্ডিতগণ ধীশক্তিসম্পন্ন তাঁহারা তাঁহাদের বুদ্ধি দ্বারা সব দর্শন করেন। পশু ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা কোথায় কি আছে তাহা নিরূপণ করে। আর অতীত হইয়া গেলে বর্ব্বর মূর্খরা তাহা বুঝিতে পারে। 'মিতা' ও 'লক্ষ্মী' তাহাদের ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা দেখাইয়া দিল কে অপরাধী। অতএব তাহারা প্রমাণ করিল—"পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন" "ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ" যেন পশু-শক্তির কাছে পরাভূত হইল।

আর একটি সংস্কৃত বচন আছে তাহা পণ্ডিতগণকে অক্ষমতার দায়ে নিস্তার করিয়া দেয়। শ্লোকটি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের উপর আরোপিত হইয়াছিল।

অসম্ভবং হেম মৃগস্য জন্ম
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাপন্ন-বিপত্তি-কালে
ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনা ভবন্তি।

অর্থ:—সোনার মৃগ জন্মান অসম্ভব, তবুও রামচন্দ্র সোনার মৃগের জন্য লোভ করিয়াছিলেন। যখন বিপৎকাল উপস্থিত হয় তখন পুরুষের ধীশক্তি মলিনা হয়।

আমরাও আমাদের অঋণী ভারতকে পরিকল্পনা রূপ সোনার হরিণের লোভে ঋণগ্রস্ত হইতে দেখিয়া "ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিত" কথাটি এখন "মিতা" ও "লক্ষ্মীর" গন্ধের দ্বারা দর্শন শক্তির চেয়ে নীরেস বলিয়া লজ্জিত হইতেছি।

—

রেকর্ড অব রাইট্স এর সংশোধন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আবেদনের জন্য সময় পরিবর্ধন

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল কর্ত্তৃক প্রচারিত পশ্চিম বঙ্গ অধ্যাদেশ ১০, (১৯৫৭) ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল আইন, ১৯৫৩র কয়েকটি ধারায় সংশোধন করা হইয়াছে, এই সকল সংশোধনের মধ্যে অধ্যাদেশের ৬নং ধারায় রেকর্ড অব্ রাইটস এর যেখানে প্রয়োজন সেইরূপ স্থলে আরও সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রেকর্ড অব্ রাইট্স এর এনট্রিতে বহুক্ষেত্রে ভুল হইয়াছে এইরূপ অভিযোগ সরকারের নিকট কিছুদিন হইল করা হইয়াছে, এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ রেকর্ড যথাযোগ্য এন্ট্রির জন্য কাগজপত্র দাখিল করিতে আসেন নাই বা ভুল রেকর্ডের বিরুদ্ধে সময়মত আপত্তি জানাইতে পারেন নাই।

এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের রেকর্ড সংশোধনের সুবিধা দিবার এবং ট্রাইবুনাল অথবা দেওয়ানী আদালতে ব্যয় সাপেক্ষ আপীল হইতে বাঁচাইবার জন্য নতুন অধ্যাদেশ অনুসারে ঠিক হইয়াছে যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে রেভিনিউ অফিসার রেকর্ড পুনরায় পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহাতে স্থির করা হইয়াছে যে সরকার কর্ত্তৃক খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশের তারিখ অথবা অর্ডিনান্স জারীর তারিখ, উভয়ের মধ্যে যাহা সর্বশেষ তাহা হইতে তিন মাসের মধ্যে (আদিবাসীদের পক্ষে ছয় মাসের মধ্যে) এন্ট্রির দ্বারা কোন ক্ষতিগ্রস্ত লোক ক্ষমতা-প্রাপ্ত সেটেলমেন্ট অফিসার, চার্জ অফিসার, সার্কেল অফিসার বা জেলার কেন্দ্রীয় সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে সংশোধনের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।

এইরূপ দরখাস্তের সঙ্গে রেকর্ড অব্ রাইটস এর এন্ট্রির কোন প্রকৃত কপি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এই প্রকার রেকর্ড সম্পর্কে তাঁহার আপত্তি পত্রের উপর কোন রেভিনিউ অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই ট্রাইবু-নালের কাছে আপীল করিয়া থাকেন অথবা ট্রাইবুনাল কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে তাহা

হইলে রেকর্ড সংশোধনের এইরূপ কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল আইনের ৫ ক ধারা অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা লইয়া কোন সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা সংশোধনের জন্যও কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না।

আশা করা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনমত রেকর্ড সংশোধন করাইয়া লইবেন। প্রেসনোট

দুইটি শিশু সন্তান সহ মাতার মর্মান্তিক মৃত্যু

মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে ললুয়া ষ্টেশনের নিকট রেল লাইন পার হইবার সময় একই পরিবারের মা ও তাঁহার তিনটি শিশু সন্তান ট্রেণ কাটা পড়িলে তথায় এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যারাণী নামে ৪ বৎসর বয়স্কা একটি শিশু কন্যা সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়; ৩০ বৎসর বয়স্কা মাতা শ্রীমতী সরোজিনী দাস ও ছয় বৎসর বয়স্কা অপর শিশু কন্যা জোৎস্নারাণীর হাসপাতালে লইয়া যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। তিন বৎসর বয়স্ক শিশু সমরেশকে আহতাবস্থায় হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই মন্দভাগ্য পরিবারটির কর্ত্তা ব্যক্তি একজন রেলকর্মী। ঘটনা যেমনই সংক্ষিপ্ত, তেমনই মর্মান্তিক। শ্রীমতী সরোজিনী তাঁহার দুইটি কন্যা ও পুত্রটিকে লইয়া যখন রেল লাইন পার হইতেছিলেন, তখন বামুনগাছি-সেতুর কাছাকাছি অকস্মাৎ দুই পার্শ্ব ভাগ হইতে দুইখানি ট্রেণ আসিয়া পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে পূর্বোক্ত বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটিয়া যায়।

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে দণ্ড

সুতী থানার খাদ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয় ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ের অপরাধে নিম্নের ব্যক্তিগণকে ৫৲ টাকা হিসাবে অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

১। শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস, অরঙ্গাবাদ ও ২। শ্রীরামপদ দাস, মুরলীপুকুর—ভেজাল তৈল, ৩। শ্রীগুখা ঘোষ জগতাই—ভেজাল দুগ্ধ।

আকস্মিক মৃত্যু

১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার সাগরদীঘি থানার মনিগ্রাম ইউনিয়নের দোগাছি গ্রাম নিবাসী শ্রীসুধীর কুমার ব্রহ্মচারী মহাশয় সকালের ট্রেণে বহরমপুর যাওয়ার জন্য মনিগ্রাম রেল ষ্টেশনে আসিতেছিলেন। মনিগ্রাম পার হইয়া তিনি খুব দুর্ব্বলতা অনুভব করেন এবং মাটিতে বসিয়া পড়েন। কিছুক্ষণ মধ্যে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন।

অগ্নিদগ্ধে বালকের মৃত্যু

গত ১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ধুলিয়ানের নিকটবর্ত্তী মালঞ্চা গ্রামের শ্রীসুদর্শন সিংহ মহাশয়ের ছয় বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান লাড্ডু জামা কাপড়ে প্রদীপের আগুন লাগিয়া জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। ঘটনার সময় গৃহে কেহ ছিল না। বালকটির মৃত্যু খুবই শোচনীয়।

রাণীনগরে বসন্ত

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাণীনগর কেশেবোনায় বসন্ত রোগে ২০টি শিশু ও ১ জন যুবকের মৃত্যু হইয়াছে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৬

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

—দ্বারা—

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত